আউশ ধান উৎপাদনে সেরাদের তালিকায় চুয়াডাঙ্গা

আউশ ধান চাষ ও গড় ফলনে সারা দেশের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা। দেশের মধ্যে সেরাদের তালিকায় এসেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার নাম। ব্যয় সাশ্রয়ী ও বৃষ্টি নির্ভর এই ধানচাষ করে এ বছর জেলার কৃষকরা খুশি। ফলন হয়েছে বাম্পার। কৃষকরা বাজারমূল্যও পাচ্ছেন ভাল। এর পাশাপাশি আউশ চাষাবাদও বেড়েছে। বিগত ছয় বছরে জেলায় আবাদ বেড়ে হয়েছে দ্বিগুনেরও বেশি। জেলার প্রেক্ষাপটে নানামুখি সুবিধা থাকায় আউশ ধান চাষাবাদ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষক।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় আউশ ধানের আবাদ ছিল ২১ হাজার ৩২৫ হেক্টর জমিতে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে আবাদ হয়েছে ৪৩ হাজার ১৭৩ হেক্টর জমিতে। যা ছয় বছর আগের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবাদ হয়েছে সদর উপজেলায় ১৫ হাজার ৬৮৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া আলমডাঙ্গায় সাত হাজার ৭৮৫, দামুড়হুদায় ১০ হাজার ৫৮৪ ও জীবননগরে নয় হাজার ১১৯ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছে।

কৃষি কর্মকর্তারা জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমতলভূমি এবং মাঝারি উচু প্রকৃতির। এখানকার আবহাওয়া বৃষ্টি নির্ভর আউশ ধান চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগি। এছাড়া আউশ মৌসুমে ভূগর্ভস্ত পানি দিতে না হওয়ায় খরচও কম। স্বল্প সময়ে চাষ করা যায় এবং ক্ষেত থেকে আউশ ধান কেটে নেওয়ার পরপরই কৃষকরা সেই জমিতে আগাম সবজি আবাদ করতে পারেন। এসব সুবিধার জন্য এখানকার কৃষকরা আউশ চাষে বেশি আগ্রহী। গত বছরের চেয়ে এ বছর আউশের আবাদ বেড়েছে চার হাজার ৭৭৩ হেক্টর জমিতে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গার কৃষক জমির আলী বলেন, তিনি ব্রি-ধান ৪৮ আবাদ করেছিলেন। ফলন ভাল হয়েছে। এবার বৃষ্টি হয়েছে ভাল। এজন্য আলাদাভাবে সেচ দিতে হয়নি। খরচ হয়েছে কম। ধানের পাশাপাশি এ বছর বিচালির দামও ভালো আছে। এতে ভাল লাভ হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষক খায়রুল ইসলাম বলেন, তিনি সাড়ে তিন বিঘা জমিতে আউশ ধানের আবাদ করেছিলেন। মোট খরচ হয়েছিল ২৭-২৮ হাজার টাকা। বিঘাপ্রতি প্রায় ১৮ মণ ধান পেয়েছেন তিনি। বিক্রি হয়েছে প্রতি মণ এক হাজার ১০ টাকায়। সাথে বিচালিও

পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে এ বছর লাভ হয়েছে বিঘা প্রতি ১০-১২ হাজার টাকা।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, এ বছর ইটভাটার পতিত জমিতেও আউশ ধানের আবাদ হয়েছে। সঙ্গত কারণেই জেলায় আউশ আবাদ বেড়ে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তালহা জুবাইর মাসরুর জানান, বোরো ও আমনের চেয়ে কম সময়ে আউশ ধান ঘরে তোলা যায়। শস্য বিন্যাস অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গায় আউশ রোপন দেরিতে হয়। আউশের পরই শুরু হয় আগাম সবজি।

তাছাড়া কৃষককে চাষাবাদের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে আউশ বীজ। ৫০ ভাগ ভর্তুকি মূল্যে ধান কাটা মেশিন দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই আউশ চাষে কৃষকের লাভ। তার পাশাপাশি সরকারি এসব সহায়তা কৃষকের জন্য আরো সুবিধা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলী হাসান জানান, সারাদেশের মধ্যে আউশের গড় আবাদ ও ফলনে চুয়াডাঙ্গা জেলা আছে সেরাদের তালিকায়। দেশে আউশের গড় ফলন (চাউলে) প্রতি হেক্টরে ২ দশমিক ৮ টন।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় তা ৩ দশমিক ৪৭ টন। এমনিতেই চুয়াডাঙ্গা জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত। তারপরও এ বছর জেলায় শুধু আউশ ধানই উৎপাদন হয়েছে প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার টন। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ১০ হাজার টন বেশি।

গাংনীতে বাসের ধাক্কায় শিশুসহ চার যাত্রী আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রতগামী বাসের ধাক্কায় পাখিভ্যানে থাকা শিশুসহ চার যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী পৌর এলাকা বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’র অফিসের

সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো- উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের আজান গ্রামের গোলাম নবীর ছেলে ফিরোজ আহমেদ (৩৬), পৌর সভার ৩ নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের নাজিরউদ্দিনের স্ত্রী লালবুড়ি খাতুন (৩০), একই গ্রামের শরিফুদ্দিনের স্ত্রী রেখা (৪০) ও রেখা খাতুনের নাতি ছেলে জুবায়ের হোসেন (২ বছর)।

আহত পাখি ভ্যানচালক ফিরোজ জানান, তিনি যাত্রী নিয়ে গাংনী থেকে বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ডাঃ আব্দুল মান্নানের বাড়ীতে যাওয়ার পথে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’র অফিসের সামনে মেহেরপুরের দিক থেকে আসা আলহাজ¦ নামের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখিভ্যানের সাথে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটির রেজিষ্ট্রেশন নং-কুষ্টিয়া-জ-০৫-০০০৪।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপায় মাদক বিক্রেতার কারাদন্ড

ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের মাদক বিরোধী অভিযানে এক মাদক বিক্রেতাকে বৃহস্পতিবার আটক করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি ) পার্থ প্রতিম শীল এর মাধ্যমে ওই মাদক বিক্রেতাকে মোবাইল কোর্টে সাজা প্রদান করা হয়।

জানা যায় নিয়মিত মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে একটি চৌকস টিম, বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল এর

নেতৃতে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় শৈলকুপা উপজেলার গবিন্দপুর গ্রামের দুলাল শেখের পুত্র আবুল বাসার (২৯) কে হাতেনাতে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করে।

পরবর্তীতে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি ) পার্থ প্রতিম শীল ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। সে দীর্ঘদিন অত্র এলাকায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। তার আটক হওয়ায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে দিনমজুরের নির্মাণাধীন ঘর ভেঙেছে দূবৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়াতে কাবিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন ঘর ভেঙে দিয়েছে দূবৃত্তরা।
বুধবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় দূবৃত্তরা এ ঘটনা ঘটায়।

হাফিজ উদ্দীনের ছেলে কাবিদুল ইসলাম(৩৩) পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রী। দুই মেয়ে স্ত্রী নিয়েই তার সংসার। অনেক কষ্ট করে ৪ কাঠা জমি ক্রয় করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়াউর রহমানের সাথে। জীবনের অর্জিত সম্পদ দিয়ে একটু মাথা গোজার ঠাই যোগানোর চেষ্টা টুকুও সফল হলো না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কাবিদুল ইসলামের।কোথায় পাবে এই অমানবিকতার বিচার?

কাবিদুল ইসলাম জানান, যে কাজ করেছে সে আমার চেনা না এবং দেখিও নি। তবে এর বিচার চাই।

জিয়াউর রহমান জানান, জমিটা খুব কষ্টে করে আমার সাথে ক্রয় করেছে। এখনো টাকা পরিষদ করতে পারেনি বসবাসের কষ্ট দেখে আমি তাকে ঘর করতে বলি। এমন নিকৃষ্ট তম কাজটি যে কে করেছে সে খুব অন্যায় করেছে।

কাবিদুলের স্ত্রী জানান, আমাদের সন্দেহ আছে তবে নাম করবো না। আমাদের ভয় দেখিয়েছে যে তোদের এই গ্রামে বাস করতে দিবো না।তবে নাম করবো না নাম করলে আরো বড় ধরনের কিছু ঘটে যেতে পারে। গরীব মানুষ কস্টে করে চলি আর এমন কাজ করলো এর বিচার কি পাবো না।

এখন পরিবারটির মুখে বিষন্নতার ছাপ। আদৌ কি পাবে এর সু বিচার নাকি এভাবেই চলতে থাকবে তাদের প্রতি অরাজকতা।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ দরবেশ আলী জানান, এ ঘটনায় পুলিশের কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে মাদক ব্যবসায়ী রাজিবের বাড়িতে তল্লাশি, ফেন্সিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাজিব হোসেন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিল, ৫০ গ্রাম গাঁজা, গাঁজা সেবন করার উপকরণ জব্দ করেছে মাদক বিরোধী টাস্কফোর্স ।

মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী অনিকের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় তার বাড়ির পাশে একটি খোলা যায়গা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় অসংখ্য পরিমানে ফেন্সিডিলের খালি বোতল পাওয়া গেছে। সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী অনিক বলেন আমাদের কাছে সংবাদ আসে মেহেরপুর সদরের পুরাতন কাজি অফিস পাড়ার সৌরব আলীর ছেলে রাজিব দীর্ঘদিন যাবদ মাদকের ব্যবসা করে আসছিলো। তারই সূত্র ধরে আজ আমরা এই অভিযান পরিচালনা করেছি।
তিনি আরও জানান,এই অভিযান পরিচালনা করার সময় তার ছেলে রনক (৮) কে বাড়িতে পাওয়া গেলেও সে নাবালক হওয়ার কারণে প্রতিবেশি হাফেজের হেফাজতে রাখা হয়েছে। যাতে তার পরিবারের যে কেও আসলে তার হাতে

বুঝিয়ে দেয়।

তিনি আরও বলেন, রাজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে কোনো ভাবেই যোগাযোগ করা যাইনি কিন্তু রাজিব কে পেলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে যানিয়েছেন তিনি।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিতুল্লাহ, ইন্সপেক্টর শাহ জালাল, সাইদুর, মামুন, রুহুল আমিন প্রমুখ।

২৬ মার্চ চালু হচ্ছে মুজিবনগর চেকপোস্ট!

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিয়মিতভাবে চালু হচ্ছে মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক। স্থাপন করা হচ্ছে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, যা আগামী ২৬ মার্চ যৌথভাবে অনলাইনে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন।

ফলে মেহেরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি স্থলবন্দরের। সেস্থলে চেকপোস্ট হলেও প্রাথমিক ধাপ এগিয়ে যাবে মেহেরপুর। এর ফলে ওই এলাকাজুড়ে সৃস্টি হবে কর্মচাঞ্চল্য, বাড়বে কর্মসংস্থান। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের গুরত্ব আরো বেড়ে যাবে পর্যটকদের কাছে।

এ উদ্যোগের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলোতে চিঠি দিয়েছে পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, ‘‘আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ‘মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক’ নিয়মিতভাবে চালু এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে চাই।

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে এ সড়ক ও

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট উদ্বোধন করবেন। এ জন্য ইতিমধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সড়কটি খুলবে। ফলে অনেক পর্যটকও আসবেন ঐতিহাসিক এই দর্শনীয় স্থান নিয়মিত পরিদর্শনে।’’ জানা গেছে, সড়কটি চালু ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পত্রের আলোকে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্টদের করণীয় নির্ধারণে সরকারি দফতরগুলোতে পৃথক চিঠি দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম-সচিব এ এস এম জাকির হোসেন বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত চাওয়া হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব কাইজার মোহাম্মদ ফারাবী বলেন, মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক চালুর নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোকে অবহিত করা হয়েছে। এর আগে স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ‘স্বাধীনতা সড়ক’ (মুজিবনগর-কলকাতা) নিয়মিতভাবে চালু করা এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ১০ আগস্ট পত্র দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। তার স্বাক্ষরিত পত্রের অনুলিপি দেওয়া হয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে।

পত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমি ৮ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, টুঙ্গিপাড়া কমপ্লেক্স এবং আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স দর্শন করি। বিশ্বের মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাতি আছে, যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ী হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে সরকার গঠন করে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এ কারণে বিশ্ব জনমত আমাদের পক্ষে আনা সহজতর হয়েছিল।’ পত্রে আরও বলা হয়, ‘১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতা থেকে আমাদের জাতীয় নেতা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা মুজিবনগরে আগমন ও শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

যে পথে তারা এসেছিলেন, তা এখন বন্ধ রয়েছে। আগামী বছর ২০২১ সালে

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা বৃহত্তর পরিসরে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্◌্যাপন করব। এ উপলক্ষে কলকাতা থেকে মুজিবনগরে যাতায়াতের এই ঐতিহাসিক সড়কটি চালু করা হলে আমাদের ইতিহাস-সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক মুজিবনগর আরও সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি মুজিবনগরে স্থায়ীভাবে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করলে সড়কটি নিয়মিতভাবে সচল থাকবে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাসিন্দাদের যাতায়াতে সুবিধা হবে এবং পর্যটক সংখ্যা বাড়বে।’ এ অবস্থায় স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে স্বাধীনতা সড়ক (মুজিবনগর-কলকাতা) নিয়মিতভাবে চালু রাখা এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর স্থল বন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলনের ফোরামের মুখপাত্র ও মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক জানান, মেহেরপুরবাসী স্থল বন্দর বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে মানববন্ধন, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। আমরা মনে করি সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমাদের প্রাথমিক বিজয় হচ্ছে। আমরা মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনকে কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যাবাদ জানাই।

এম এ এস ইমন আরো বলেন, আমরা যখন স্থলবন্দর আন্দোলন শুরু করি মেহেরপুরের মানুষ জানতো না বন্দর কি। তারা বলতো এখানে তো পানি নেই তো বন্দর কিভাবে হবে। ধিরে ধিরে মানুষকে বুঝিয়ে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলাম।

সাংবাদিক, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবতা!

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের মধ্যে গ্রুপিং, মতবিরোধ আছে, থাকতেই পারে। সেই মতবিরোধ সাংবাদিকতার সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগানোটাও অপসাংবাদিকতার একটি রুপ।

মতের বিরুদ্ধে গেলেই যে সহকর্মীর বিরুদ্ধে যেতে হবে এটা হয়তো কাম্য নয়। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে এটি অনেক বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সংবাদকে কেন্দ্র করেও সহকর্মী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেতেও আজকাল খুব বেশি কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না।

এছাড়াও সাংবাদিকতার মধ্যে যখন অতিবেশি রাজনীতিকরণ ঢুকে পড়ে তখন আর সাংবাদিকতা থাকেনা সেটি দলবাজি হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সবসময়ই সাংবাদিকদের পক্ষে নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সফল হচ্ছেন তাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণে। যখন যে সাংবাদিককে যেভাবে চাচ্ছেন, সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে ফেলছেন। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জার এবং অপমানজনক।

ঠিক তেমনি সেই ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমার সহকর্মীরা। কেউ বা পদের সুরক্ষা নিয়ে আবার কেউ বা অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিয়ে। যাহোক এ সংস্কৃতি থেকে বের হতে না পারলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারার জন্য অন্য কাউকে লাগবে না।

মতবিরোধের সূত্র ধরেই তিন দিন ব্যাপী মেহেরপুরে সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী রিপোটিং প্রশিক্ষণে স্থান পাননি দেশের প্রথম সারি ও মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকরা।

যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, বাসস, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রতিদিনের সংবাদ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, আমাদের অর্থনীতি, বণিক বার্তা, বিজয় টিভি, বাংলা টিভি, মোহনা টিভি, সময়ের আলো, জবাবদিহিরমত গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের নেওয়া হয়নি প্রশিক্ষণে। মেহেরপুরবাসী ও মেহেরপুরের সাংবাদিকদের লজ্জার ইতিহাস থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেওয়া মেহেরপুরের একমাত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকেও প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন ধরণের আমন্ত্রণ বা অবগত করানো হয়নি।

তবে প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিউট (পিআইবি) যথাযথ গুরত্ব না দিয়ে কথিত একটি তালিকা ধরেই প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কথিত বলার পেছনে কারণ হলো প্রেসক্লাবের পিয়ন পদে চাকরি করা ব্যক্তিটি, সাংবাদিক থেকে ইস্তফা দেওয়া সাংবাদিক, পত্রিকা বা টেলিভিশন কিছুই নেই এমন জনকেও এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই যায়গা টিকে কি প্রশ্নের বাইরে রাখা যেত না? “যাদের চোখে, সমাজ দেখে,” তাদের অন্তত এ ধরণের কাজগুলো করার আগে দুটি বার ভেবে দেখার জন্য বিনয়ী আহবান জানাচ্ছি।

দর্শনার জয়নগর স্থল বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাই কশিমনার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্টের স্থল বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাই কমিশনার এইচ ই মুহাম্মদ ইমরান।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা গেঁদে ল্যান্ড পোর্ট এলাকা পরিদর্শন শেষে বুধবার দুপুরে সীমান্তের শূণ্য রেখায় পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এরপর দর্শনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বন্দর বাস্তবায়ন কমিটি, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স এবং দর্শনা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাইকমিশনার মুহাম্মদ ইমরান বলেন, স্থলবন্দর গুলো কি অবস্থায় আছে সে গুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখছি। দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যায়ে ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

এখানকার ব্যবসায়ী যারা স্থল বন্দর বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের কথা আমি শুনেছি। সমন্বিত ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে উভয় দেশের সরকারের সাথে বসবো।বৃহস্পতিবার ভোমরা ও শুক্রবার বেনাপোল বন্দর পরিদর্শন করবেন হাই কমিশনার। চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও ভারতের গেঁদে দিয়ে স্থলবন্দরের কর্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে রেলপথে মালামাল আমদানি-রপ্তানি হয়। সড়ক পথে পাসপোর্টধারী যাত্রীরা

ভ্রমন করেন।

এখন এ স্থলবন্দর দিয়ে সড়ক পথে আমদানি-রপ্তানি চালুর ব্যাপারে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ববৃন্দ কাজ করছেন। দর্শনা অংশে বন্দরের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভারতও কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে। খুব শিগগিরই এ বন্দরে পুর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু হবে । দর্শনা স্থল বন্দর কার্যক্রমের মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভারতের কলকাতায় নিযুক্ত হাইকমিশনার তৌফিক হাসান, কলকাতার মিনিস্টার বি এম জামাল হোসেন, কলকাতার প্রথম সচিব শামছুল আরিফ, নয়াদিল্লির কাউন্সিলর শাহেদ আজিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, বিজিবি ৬ ব্যাটালিয়রে পরিচালক লেফট্যান্যন্ট কর্ণেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ,পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, ৬ বিজিবির উপ-পরিচালক মেজর নিস্তার আহম্মেদ, দামুড়হুদা ইউএনও দিলারা রহমান, দর্শনা শুল্ক স্টেশনের ডেপুটি কমিশনার মোঃ শাফায়াত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ইয়াকুব হোসেন মালিক প্রমুখ।

কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ফেনসিডিলসহ বসিরুল ইসলাম বসির (৪৫) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে থানা পুলিশ। এসময় তার কাছ থেকে ১৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবা দুপুরে শহরের আয়েশা খাতুন তেল পাম্পের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। আটক বসির শহরের আড়পাড়া এলাকার গোলাম সরোয়ারের ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের আয়েশা খাতুন তেল পাম্প এলাকায় এসআই সুজাত আলী ও এএসআই তারিকুজ্জামানসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ বশির নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা

হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মাদক আইনে মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে দেশব্যাপী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়ছ। শহরের থানা রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার আয়াজনে এ মানববন্ধন ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ’র সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এস.এম সমিনুজ্জামান সমিন। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন সরকারি কে.সি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলর সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পৌর আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে অন্যান্যর মধ্য উপস্থিত ছিলেন উপজলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হাসন জুয়েল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ শাওন, উপজলা ছাত্রদলর সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাবির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের

সদস্য মাসুম মন্ডল, তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ, কলেজ শাখার সদস্য শাহারিয়ার আলম, সাবির হাসন, ফাহিম শাহারিয়ার, আবির হাসনসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মানববন্ধন প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলর সভাপতি সমিনুজ্জামান সমিন বলন, সরকার দলীয় দুর্বত্তরা ধর্ষণের সাথ জড়িত। নারী ও শিশুর উপর নির্যাতনকারী যে দলরই লোক হোক না কেন তাকে গ্রেফতার করে বিচারর আওতায় আনতে হবে। তিনি আরা বলন, সম্প্রতি কালীগঞ্জ উপজেলার তিনটি ইউনিটের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়ছে। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক টিম ও জেলা ছাত্রদলের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটির বিপক্ষ যারা অবস্থান নিবেন তাদের সাথে ছাত্রদলর কোন সম্পৃক্ততা নাই।